দৈনিকপূর্বকোণ

প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী

রবিবার ০৭ ডিসেম্বর ২০০৮

সি ডি এ এভেনিউ, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬৫৩৯০৯, ৬৫১৯৮৮
ঢাকা বুরো : পুরানা পল্টন লেইন, ঢাকা ১০০০। ফোন : ৯৬৬১৯৫৭, ৮৩৫৮৩৮২

সম্পাদকীয়

হালদা প্রজেক্ট

সময়ের চাহিদা অনুযায়ী যুঁগসই পদক্ষেপের অভাবে মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রে হালদার অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। মৎস্য গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা হালদার ব্যাপারে সৃষ্টিকির্ত কর্তৃপক্ষ দিতে দীর্ঘদিন থেকেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এ ব্যাপারে এখানো ইতিবাচক কোন সাড়া মিলেনি। উপরন্তু, হালদার উন্নয়নে যেসব প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে সেসব প্রজেক্ট ছিল বিপরীত ফলই বয়ে আনছে বলে অভিমত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

উল্লেখ্য, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় হালদা থেকে আহরিত ডিমের প্রায় অর্ধেকই নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিবিঘে এবং দক্ষ জেলেদেরকে ডিম আহরণের সুযোগ দিলে, একইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডিম ফোটানো হলে পোনা উৎপাদন অনেক পরিমাণে বেড়ে যেতো। এ প্রসঙ্গে গত ৪ ডিসেম্বর দৈনিক পূর্বকোণ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে হালদা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মফজল কিবরিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ৬ শতাংশ আসে হালদা থেকে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ নদীর উন্নয়নে এখনো নেয়া হয়নি কোন সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। ফলে এক সময় হালদা থেকে প্রতি বছর ৩/৪ হাজার কেজি ডিম আহরিত হলেও এখন তা শত কেজির কোটায় নেমে এসেছে। অবহেলা অব্যাহত থাকলে আগামীতে অবস্থা আরো শোচনীয় হবে। উদ্বোগ্য, সম্প্রতি হালদা উন্নয়নের নামে ১৩ কোটি টাকার যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার, তা বিশেষজ্ঞরা অপরিকল্পিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, ৯৮ কিলোমিটারের হালদা থেকে ফটিকছড়ির ৪০ কিলোমিটার অংশ প্রকল্প থেকে বাদ দেয়ায় ডিম উৎপাদন ব্যাহত হবে। কারণ যে বিশেষ পানিতে মাছ ডিম ছাড়ে তা রয়েছে প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া ফটিকছড়ির অংশে।

সুতরাং ডিম ছাড়ার জন্যে অনুকূল বলে বিবেচিত অংশকে বাদ দিয়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব বলে না। তাছাড়া গৃহীত প্রকল্পে সর্ব্বা সেতু থেকে মমুনা ঘাট পর্যন্ত পাকা রাস্তার অবয়াবে যেসব কাজ হলেও হালদার প্রবেশমুখ হিসেবে চিহ্নিত মনুনাঘাট সেতু থেকে কর্ণফুলীর সংযোগমুখ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩ কিলোমিটার এলাকা অরক্ষিত রয়ে গেছে। এ অবস্থায় হালদায় ডিম ছাড়ার জন্যে যেসব মাছ এখনে করবে আসবে নিরাশ্রয় বিপন্ন হওয়াসহমূহ আশংকা রয়েছে।

আমরা মনে করি, হালদার অপার সম্ভাবনাকে জাতীয় অর্থনীতির গতি সঞ্চারে কাজে লাগাতে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়ার বিকল্প নেই। যারা ডিম আহরণ ও পোনা উৎপাদনের সাথে যুক্ত আছে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও আইডি কার্ড প্রদান করা উচিত। একইসঙ্গে বর্তমানে ১৩ কোটি টাকার গৃহীত প্রজেক্টে যেসব অসঙ্গতি চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা সেসব দূরীকরণেও উদ্যোগ নিতে হবে। না হয় প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধন তো হবেই না, অধিকন্তু হালদাকে ধ্বংসের ঘারপ্রান্তে নিয়ে যাবে।

দৈনিকপূর্বকোণ

প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী

রবিবার ০৭ ডিসেম্বর ২০০৮

সি ডি এ এভেনিউ, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬৫৩৯০৯, ৬৫১৯৮৮
ঢাকা বুরো : পুরানা পল্টন লেইন, ঢাকা ১০০০। ফোন : ৯৬৬১৯৫৭, ৮৩৫৮৩৮২

সম্পাদকীয়

মৎস্য পোনার ধ্বংসযজ্ঞ

চিংড়ি পোনা আহরণ করতে গিয়ে কাঁড়ানী, হালদা ও শঙ্খ নদী থেকে পলিনিল গাড়ু ৮২ লাখ আন প্রজাতির মাছের পোনা নিধনের একটি ভয়াবহ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে গত ৩১ শে দৈনিক পূর্বকোণে সংবাদ সম্মেলন করে প্রকাশ করেছেন এ ব্যাপারে এখানো ইতিবাচক কোন সাড়া মিলেনি। উপরন্তু, হালদার উন্নয়নে যেসব প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে সেসব প্রজেক্ট ছিল বিপরীত ফলই বয়ে আনছে বলে অভিমত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

উল্লেখ্য, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় হালদা থেকে আহরিত ডিমের প্রায় অর্ধেকই নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিবিঘে এবং দক্ষ জেলেদেরকে ডিম আহরণের সুযোগ দিলে, একইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডিম ফোটানো হলে পোনা উৎপাদন অনেক পরিমাণে বেড়ে যেতো। এ প্রসঙ্গে গত ৪ ডিসেম্বর দৈনিক পূর্বকোণ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে হালদা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মফজল কিবরিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ৬ শতাংশ আসে হালদা থেকে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ নদীর উন্নয়নে এখনো নেয়া হয়নি কোন সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। ফলে এক সময় হালদা থেকে প্রতি বছর ৩/৪ হাজার কেজি ডিম আহরিত হলেও এখন তা শত কেজির কোটায় নেমে এসেছে। অবহেলা অব্যাহত থাকলে আগামীতে অবস্থা আরো শোচনীয় হবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি হালদা উন্নয়নের নামে ১৩ কোটি টাকার যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার, তা বিশেষজ্ঞরা অপরিকল্পিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, ৯৮ কিলোমিটারের হালদা থেকে ফটিকছড়ির ৪০ কিলোমিটার অংশ প্রকল্প থেকে বাদ দেয়ায় ডিম উৎপাদন ব্যাহত হবে। কারণ যে বিশেষ পানিতে মাছ ডিম ছাড়ে তা রয়েছে প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া ফটিকছড়ির অংশে।

সুতরাং ডিম ছাড়ার জন্যে অনুকূল বলে বিবেচিত অংশকে বাদ দিয়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব বলে না। তাছাড়া গৃহীত প্রকল্পে সর্ব্বা সেতু থেকে মমুনা ঘাট পর্যন্ত পাকা রাস্তার অবয়াবে যেসব কাজ হলেও হালদার প্রবেশমুখ হিসেবে চিহ্নিত মনুনাঘাট সেতু থেকে কর্ণফুলীর সংযোগমুখ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩ কিলোমিটার এলাকা অরক্ষিত রয়ে গেছে। এ অবস্থায় হালদায় ডিম ছাড়ার জন্যে যেসব মাছ এখনে করবে আসবে নিরাশ্রয় বিপন্ন হওয়াসহমূহ আশংকা রয়েছে।

আমরা মনে করি, হালদার অপার সম্ভাবনাকে জাতীয় অর্থনীতির গতি সঞ্চারে কাজে লাগাতে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়ার বিকল্প নেই। যারা ডিম আহরণ ও পোনা উৎপাদনের সাথে যুক্ত আছে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও আইডি কার্ড প্রদান করা উচিত। একইসঙ্গে বর্তমানে ১৩ কোটি টাকার গৃহীত প্রজেক্টে যেসব অসঙ্গতি চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা সেসব দূরীকরণেও উদ্যোগ নিতে হবে। না হয় প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধন তো হবেই না, অধিকন্তু হালদাকে ধ্বংসের ঘারপ্রান্তে নিয়ে যাবে।

দৈনিকপূর্বকোণ

২৩তম বর্ষপূর্তি সংখ্যা চট্টগ্রাম ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

বিশেষ সংখ্যা ২৪ বছরের পদার্পণ

প্রাকৃতিক মৎস প্রজনন কেন্দ্র হালদা প্রকল্প নিয়ে দ্বিমত

মোহাম্মদ আলী

নদীর পানির লবণাক্ততা কমে যাওয়া, নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া, নদীর দুই তীরে অবৈধ দখলদারিত্ব, নদীর পানি দূষণ এবং নদীর তীরে অবাধে বালু উত্তোলনের কারণে হালদা নদীর অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। এ নদীর অস্তিত্ব রক্ষা করতে এবং নদীর তীরে বসবাসরত জেলে সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা রক্ষার্থে হালদা নদীকে কেন্দ্র করে ১৯৯৮ সালে ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে হালদা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় হালদা নদীর ৯৮ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ৪টি ইকো পার্ক নির্মাণ করা হয়। এছাড়া ৪টি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৪টি ইকো পার্কের মধ্যে ফটিকছড়ির মনুনাঘাট ইকো পার্কের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ৩টি ইকো পার্কের কাজ এখনো চলমান রয়েছে। ২০১০ সালের মধ্যে এ প্রকল্পের সকল কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের কাজ শুরুর পর থেকেই হালদা নদীর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শুরুর পর থেকে হালদা নদীর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শুরুর পর থেকে হালদা নদীর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে।

মনুনাঘাট ইকো পার্কে পানি সিঞ্চনে ব্যস্ত। ফিরে যাওয়ার পথে ফেরি পার হওয়ার জন্য অপেক্ষমান যানবাহনের দীর্ঘ সারি। ছবি : আলমগীর

হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস প্রজনন কেন্দ্র হালদা প্রকল্প নিয়ে দ্বিমত

হালদা নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া, নদীর পানির লবণাক্ততা কমে যাওয়া, নদীর দুই তীরে অবৈধ দখলদারিত্ব, নদীর পানি দূষণ এবং নদীর তীরে অবাধে বালু উত্তোলনের কারণে হালদা নদীর অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। এ নদীর অস্তিত্ব রক্ষা করতে এবং নদীর তীরে বসবাসরত জেলে সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা রক্ষার্থে হালদা নদীকে কেন্দ্র করে ১৯৯৮ সালে ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে হালদা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় হালদা নদীর ৯৮ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ৪টি ইকো পার্ক নির্মাণ করা হয়। এছাড়া ৪টি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৪টি ইকো পার্কের মধ্যে ফটিকছড়ির মনুনাঘাট ইকো পার্কের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ৩টি ইকো পার্কের কাজ এখনো চলমান রয়েছে। ২০১০ সালের মধ্যে এ প্রকল্পের সকল কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের কাজ শুরুর পর থেকেই হালদা নদীর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শুরুর পর থেকে হালদা নদীর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে।